ভগবান বুদ্ধ

Printed and donated for free distribution by
The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation
11F., 55 Hang Chow South Road Sec 1, Taipei, Taiwan, R.O.C.
Tel: 886-2-23951198 , Fax: 886-2-23913415
Email: overseas@budaedu.org
Website:http://www.budaedu.org
This book is strictly for free distribution, it is not for sale.
এই বই সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, বিক্রয়ের জন্য নহে।

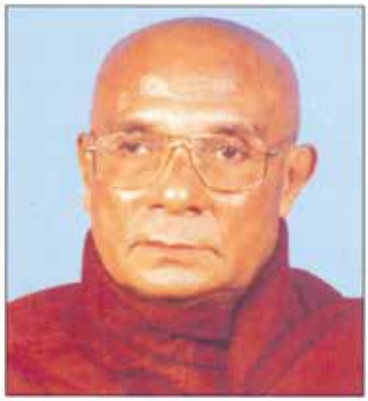

উৎসর্গ
পণ্ডিত সত্যপ্রিয় মহাথেরোকে
নিরোগ দীর্ঘায়ূ
কামনায়

প্রারম্ভিক কথা

কোমলমতি শিশু-কিশোরদের মনে ভগবান বুদ্ধের অহিংসা ও মানবতার শিক্ষা গভীরভাবে রেখাপাত করে এরকম বাংলা ভাষাভাষী বইয়ের অভাব দীর্ঘ দিনের। বাংলা ভাষায় বুদ্ধের জীবন ও দর্শনের উপর অনেক বই প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু শিশু-কিশোর মনের উপযোগী তেমন বই চোখে পড়ে না। আমাকে অনেক দায়ক-দায়িকা এ ব্যাপারে অনুরোধ করেন যে, ভন্তে আপনি ছোটখাটো প্রকাশনার সাথে জড়িত, ছোটদের উপযোগী বুদ্ধের জীবনভিত্তিক কিছু বই ছাপালে আমরা উপকৃত হই।

লাইব্রেরীতে গেলে শিশু কিশোরদের উপযোগী বৌদ্ধধর্মের কোন বই পাওয়াটা দুর্লভ। যা কিছু পাওয়া যায় তা সবই গবেষণাধর্মী। দায়কদের এ অনুরোধে আমি বিগত সেপ্টেম্বর ২০০৯ ইং **'বুদ্ধজীবনের কথা'** নাম দিয়ে সহজভাবে ছোটদের উপযোগী করে একটা বই বের করি। বইটি লিখতে গিয়ে বুঝতে পারি সহজ করে লেখা যে সহজ নয়। তার পরও ছবিযুক্ত হওয়ায় ছোটরা বুঝতে সক্ষম হবে। সেটিও অল্প সময়ে শেষ হয়ে যায়। পুনঃমুদ্রণের প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

বিগত ৩ এপ্রিল ২০১০ ইং আমি আমার গুরুদেব পণ্ডিত সত্যপ্রিয় মহাথেরর নেতৃত্বে জাপানের বিখ্যাত বৌদ্ধ সংগঠন 'রিস্‌সো কোসে কাই'-এর আমন্ত্রণে জাপান সফরের সুযোগ পাই। জাপান সফরের অংশ হিসেবে মহান কামাকুরা বুদ্ধমূর্তি দর্শনে যাই। সেখানে বুক স্টলে The Lord Buddha বইটি আমার চোখে পড়ে। বিশ্বের যেখানেই গিয়েছি প্রথমে বইয়ের স্টলে ঘুরেছি। যেটি চোখে লেগেছে কিনে নিয়েছি। অনুরূপ বইটি কিনে শিশু-কিশোরদের জন্য বাংলায় অনুবাদ করে ছাপিয়ে বিতরণের সুপ্ত বাসনা নিয়ে ঢাকায় আসি। আমি সেটি অনুবাদ ও প্রকাশনার ব্যয় নিয়ে চিন্তা করতে থাকি। অবশেষে অনুবাদে আন্তরিক সহযোগিতা করেন কুমিল্লা BARD-এর অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবঃ) মি. বিজয় কুমার বড়ুয়া। তাকে এ সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। প্যারিস প্রবাসী এটিএন বাংলার প্রতিনিধি ভাগিনা দেবেশ বড়ুয়া দেবু ও রাজেশ বড়ুয়া রাজুকে প্রকাশনার মনোবাসনা জানালে তারা এ ব্যাপারে আন্তরিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। তাদের সহায়তায় প্রকাশনার ব্যয়ে প্যারিস প্রবাসী বেশ কয়েকজন তরুণ এগিয়ে আসেন। তাদের নাম শেষ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হলো। তাদের সহযোগিতা শাসন সদ্ধর্মের উপকার হবে-এ আমার বিশ্বাস। মুদ্রণ তত্ত্বাবধানে ডিজাইনার্স ডেন, ঢাকার মি. সুজিত বড়ুয়া'র সহায়তাকেও ধন্যবাদ জানাই।

বইটি গুরুদেব বাংলাদেশ সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার সাবেক সভাপতি, মিয়ানমার সরকার কর্তৃক অগ্‌গমহাসদ্ধম্মজোতিকধজ উপাধিপ্রাপ্ত পণ্ডিত সত্যপ্রিয় মহাথেরকে উৎসর্গ করা হলো, তাঁর নিরোগ, দীর্ঘায়ূ কামনায়।

আশা করি কোমলমতি শিশু-কিশোর মনে বইটি বুদ্ধের সৌম্য ও অহিংসার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জীবনকে উন্নত ও সুন্দর করবে।

জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক।

ভিক্ষু সুনন্দপ্রিয়
সম্পাদক-সৌগত

কপিলাবস্তু
খ্রিস্টের প্রায় ছয়শত বছর পূর্বে শাক্য জনগণ ভারতে হিমালয়ের দক্ষিণে কপিলাবস্তু নামে এক ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

এটা ছিল রাজা শুদ্ধোধন ও রাণী মহামায়া শাসিত একটি শান্তিপূর্ণ রাজ্য। এক জ্যোৎস্নালোকিত রাতে রাণী স্বপ্ন দেখলেন একটি শ্বেত হস্তী চাঁদ থেকে নেমে এলো।

রাজপুত্রের জন্ম

স্বপ্ন দেখলেন রাণী মহামায়া শিগ্‌গির একটি পুত্র সন্তান লাভ করবেন ।
'একজন যুবরাজ জন্মগ্রহণ করবেন .... ।'
রাজা এবং জনগণ রাজকুমারের জন্মের প্রতিক্ষায় থাকে ।
অবশেষে শাক্যরাজ্যের রীতিনীতি অনুসারে রাণী পিতৃ
গৃহে ফিরলেন ।

বাগানে অনেক পাখী মিষ্টিসুরে গান করছে, সোনালী মেঘ আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে, ফুল ফুটেছে: লাল, হলুদ, বেগুনী এবং সেগুলোকে রঙধনুর মত দেখাচ্ছে। রাজকুমারের জন্মগ্রহণের পর তিনি স্বর্গ ও মর্তের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশপূর্বক প্রচার করলেন "উপরে এবং নীচে স্বর্গগুলোর মধ্যে আমি নিজেই পৃথিবীতে একমাত্র শ্রেষ্ঠ ও অগ্র।" সকলেই রাণী ও তাঁর সন্তানের গৌরবে আন্তরিক আনন্দানুভূতির প্রকাশ করেন। এই স্মরণীয় দিনটি ছিল ৮ই এপ্রিল (শুভ বৈশাখী পূর্ণিমা তিথি।)

রাজকুমার সিদ্ধার্থ

রাজকুমার সিদ্ধার্থের পূর্ণ অর্থ হলো সর্ব ক্ষেত্রে সফলতা।
অসিত নামে একজন ঋষি, যিনি হিমালয়ের পাদদেশে বসবাস করতেন,
রাজপ্রাসাদে এলেন।

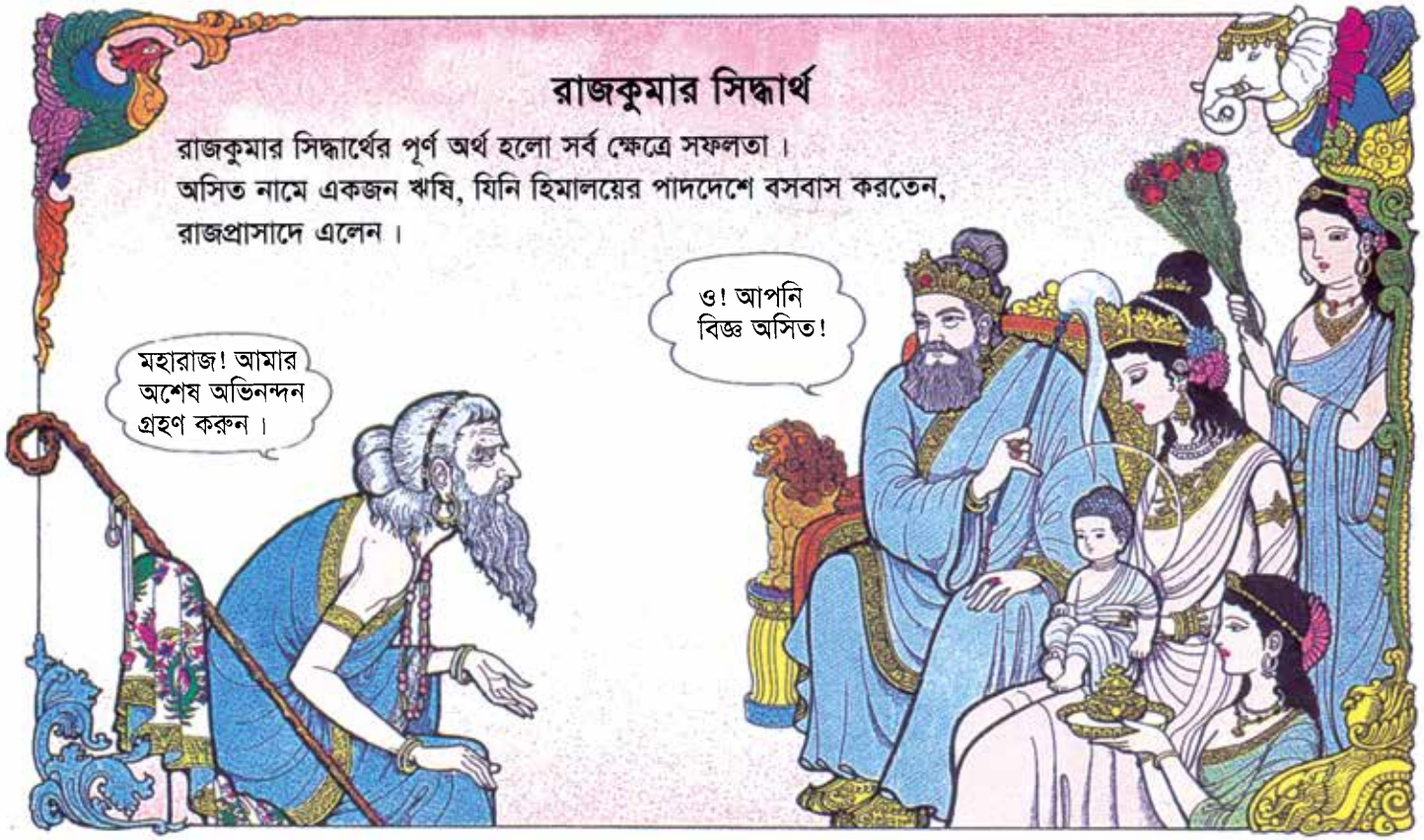

আমি কাঁদছি কারণ আমি বৃদ্ধ এবং রাজকুমার বড় হওয়ার পূর্বে আমার মৃত্যু হবে। সত্যি বলতে কি, এই রাজকুমার চক্রবর্তী রাজা হবে অথবা বুদ্ধ হবেন।

রাজ কুমারের জন্মের সাতদিন পর রাণী মহামায়ার মৃত্যু হয়। রাজপ্রাসাদে আনন্দের পরিবর্তে শিগ্‌গির শোকের ছায়া নেমে আসে।

সাত বৎসর বয়সে রাজকুমার সিদ্ধার্থ স্কুলে সাহিত্য এবং সমর বিদ্যা অধ্যয়ন শুরু করেন এবং কেউ তাঁর সমপর্যায়ভূক্ত হতে পারেনি। তিনি একজন দক্ষ বালক হিসেবে গড়ে উঠেন। কিন্তু তিনি তাঁর জন্মের পর পরই তাঁর মাকে হারিয়েছেন, ফলে তাঁর হৃদয় দুঃখ ভারাক্রান্ত।

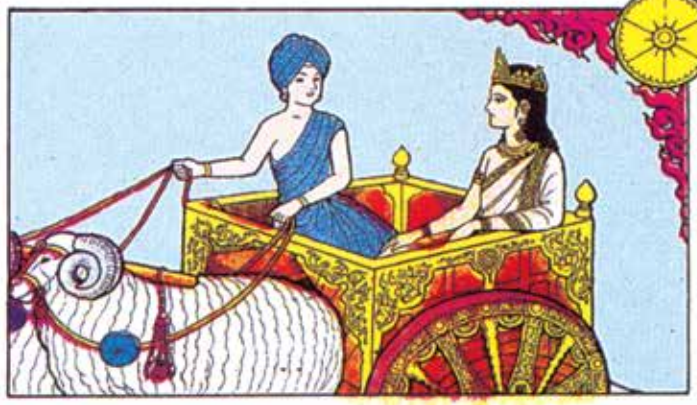

তিনি অতি শিগ্‌গিই একজন ভাল তীরন্দাজ হিসেবে গড়ে উঠলেন।

একদিন তিনি প্রাসাদের বাগানে হেঁটে বেড়াচ্ছিলেন।

ও! এটি তোমার দয়ার বস্তু!

রাজকুমার, আমি সবেমাত্র এটাকে তীরবিদ্ধ করেছি।

দেবদত্ত (মামাতো ভাই), তুমি ক্ষুদ্র প্রাণীটাকে কেন আঘাত করলে? চল, ছোট অসহায় হংসটিকে মুক্ত করে দিই।
না, এটা আমার।
তা হলে, আমাদের মধ্যে একটি তীর ছোড়াছুড়ির খেলা হোক। আমার যদি জয় হয় তা হলে ছোট হংসটিকে ছেড়ে দেবে। আর যদি তোমার জয় হয়...
আমি তোমাকে হত্যা করব!
...আমি তোমাকে এটা ফেরত দেব।
এখন আমাদের চুক্তি অনুসারে ছোট হংসটিকে ছেড়ে দেয়া যায়।

চারি নিমিত্ত দর্শন

যৌবনের প্রারম্ভে রাজকুমারী যশোধরার সাথে রাজকুমার সিদ্ধার্থের বিবাহ হয়। তাঁদের প্রিয় রাজকীয় উত্তরাধিকারী হিসেবে রাহুলের জন্ম হয়। রাজা শুদ্ধোধন চেয়েছিলেন রাজকুমার একজন বড় রাজা হবে। তিনি রাজ কুমারের জন্য মনোরম প্রাসাদ ও উদ্যান তৈরি করেছিলেন। তিনি সম্ভাব্য সকল প্রকারে রাজকুমারকে সুখী করতে চেয়েছিলেন। ইহা ছিল স্বর্গের সংগীত ও নাচগানে ভরপুর। কিন্তু মানবের দুঃখকষ্ট রাজকুমারের মনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।

একদিন রাজকুমার পূর্ব গেইট দিয়ে বের হলেন।
একজন বৃদ্ধ লোক দেখলেন।
পরের দিন তিনি পশ্চিম গেইট দিয়ে বের হলেন।
দেখলেন একজন অসুস্থ লোক।
একসময় আমরাও অসুস্থ হতে পারি, বৃদ্ধ হতে পারি ও মৃত্যু থেকে কারও রক্ষা নেই।
কিছুদিন পর তিনি দক্ষিণ গেইট দিয়ে বের হয়ে দেখলেন একজন মৃত ব্যক্তির শব মিছিল।
আমি অত্যন্ত খারাপ দৃশ্য দেখেছি!

আমি কিভাবে সকল মানুষকে দুঃখ কষ্ট হতে রক্ষা করতে পারি?

পরিশেষে তিনি যখন উত্তর গেইট দিয়ে বের হলেন। সেখানে তিনি গাছের নীচে ধ্যানরত অবস্থায় এক সন্ন্যাসীকে দেখলেন এবং তিনি তাঁর রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

রাজকুমার, তুমি রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করো না। তুমি অবশ্যই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবে।
দয়া করে আমার এবং রাহুলের স্বার্থে...স্বর্গসুখ ভোগ করার জন্য রাজপ্রাসাদে অবস্থান করুন।

বিদায়! আমি সত্যের সন্ধানে যাচ্ছি। আমি মানবজাতির দুঃখ কষ্টের লাঘব করতে চাই। যশোধরা এবং রাহুলকে দেখবে। আমার এখনই তোমাদের ছেড়ে যেতে হবে।

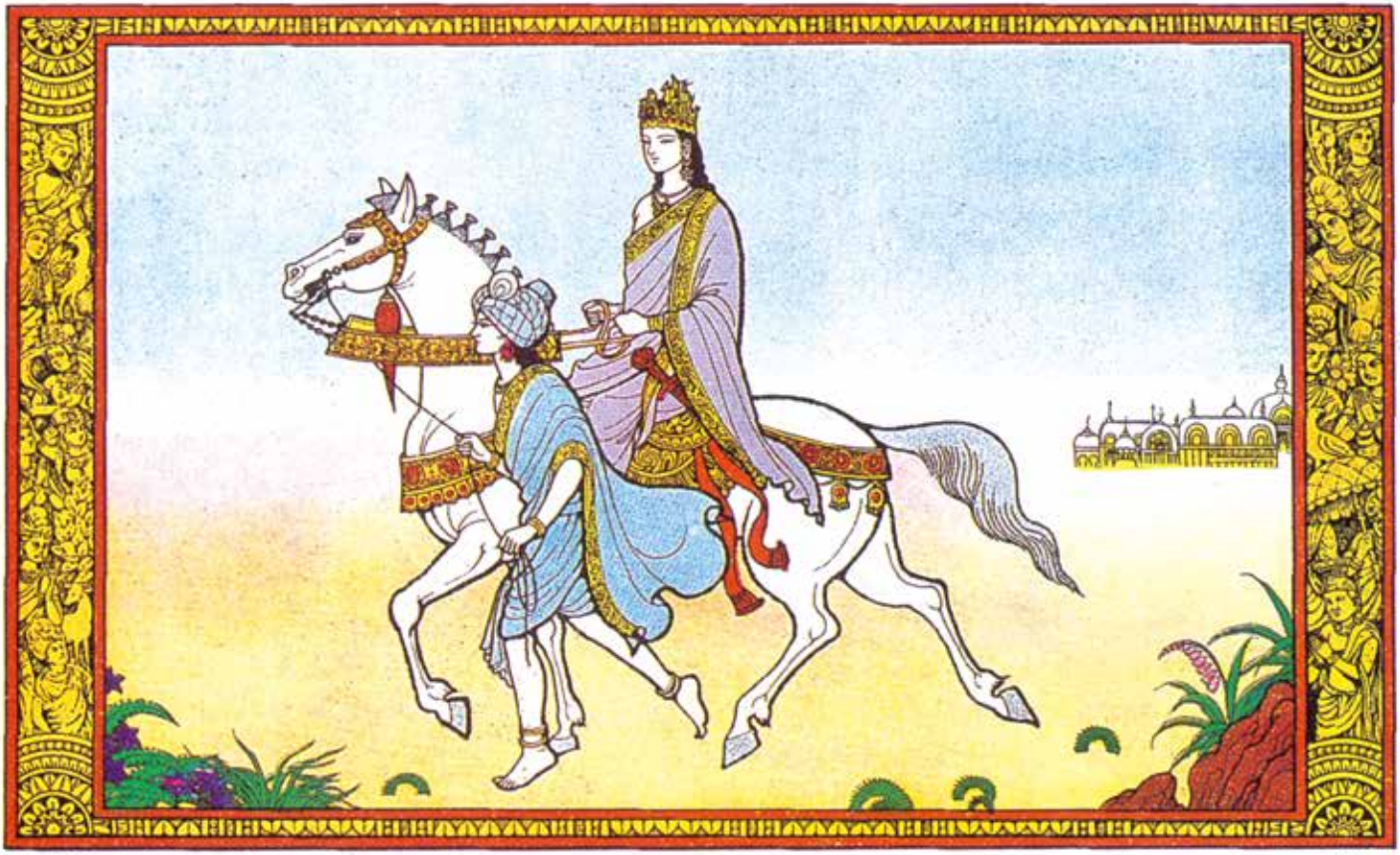

এক রাতে তিনি তাঁর সারথী ছন্দক এবং বরফ সদৃশ্য শ্বেত কণ্ঠক অশ্বকে নিয়ে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করলেন। তিনি গভীর অরণ্যে ধ্যান সাধনার জন্য চলে গেলেন।

মহান আত্মত্যাগ

এই মহান আত্মত্যাগের সময় রাজকুমার সিদ্ধার্থের বয়স ছিল উনত্রিশ বছর। ভিক্ষাজীবি সন্ন্যাসী হিসেবে তিনি একজন পবিত্র লোক থেকে অন্য পবিত্র লোকের নিকট হতে পরামর্শ গ্রহণ করছিলেন।

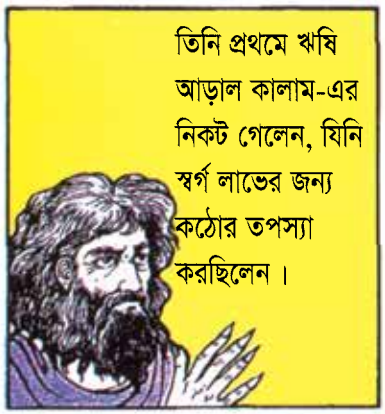

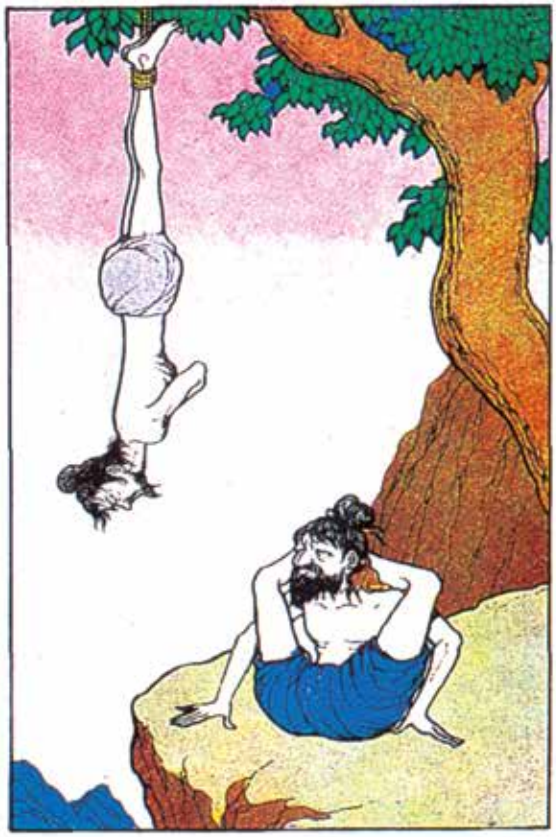

রাজকুমার দেখলেন যে এই সমস্ত ঋষিরা যুক্তিতর্ক করতে পারে ও দার্শনিকের ন্যায় আচরণ করতে পারে। তারা মানুষের জীবনের জট খোলা বা সমস্যার সমাধান করতে পারে না।

পরিশেষে তিনি মগধে গেলেন এবং গয়ার পার্শ্ব দিয়ে প্রবাহিত নৈরঞ্জনা নদীর তীরে উরুবিল্ব বনে পৌঁছলেন।

সত্যের সন্ধান

শ্রদ্ধার উপযুক্ত কোন আচার্য না পেয়ে রাজকুমার সত্যের সন্ধান শুরু করলেন। তিনি নিজেই কঠোর তপস্যার অনুশীলন করলেন। তিনি দিনে মাত্র একমুষ্ঠি ভাত খেতেন এবং পরবর্তীতে একেবারেই খাওয়া বন্ধ করে দিলেন।

পাঁচজন শিষ্য তাঁকে অনুসরণ করলেন এবং তারা সত্যের সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত ছয় বছর কঠোর ধ্যান সাধনা করলেন।

মারেরা রাজকুমারকে সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য চেষ্টা করলেন।

রাজকুমার যদি সঠিক পথ পেয়ে যান, তা হলে আমাদের উপায় ?

মারেরা আমার হৃদয় এবং মনের অশুভ শক্তি ব্যতীত অন্য কোন কিছুর ইঙ্গিত করছে না। তারা আমার চিন্তা এবং কাজে বিরাজমান।

এসো, আমাদের সাথে বাগানে খেলা কর। ফুলগুলো সুন্দর, পাখিরা গান করছে...

শত্রুরা তোমার পিতার রাজ্য আক্রমণ করেছে, দয়া করে শিগ্‌গির বাড়ী ফিরে যাও।

কৃচ্ছ্রসাধন বা কঠোর তপস্যা সত্য উদঘাটনের সঠিক পথ নহে।
তাঁর শরীর সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে পড়েছে। অতএব তিনি তাঁর কৃচ্ছ্রসাধন পরিসমাপ্তি ঘটালেন এবং নিজের শরীরের যত্ন নেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।
সে নিঃশেষ হয়ে গেছে...
...নদীতে
আমি নিজেকে পরিশুদ্ধ করতে চাই।
একজন পুণ্যবান লোক মারা গেছে!

ধন্যবাদ, কুমারী
অনুগ্রহপূর্বক কিছু পায়েসান্ন গ্রহণ করুন।
তিনি পায়েসান্ন গ্রহণ করছেন!
তিনি লোভী হয়েছেন।
দেখ!
কুমার তপস্যা ত্যাগ করেছেন!
আহ্! কি সুস্বাদু! তোমার দয়ার প্রতিদান দেয়া হবে ভবিষ্যতে!
তা দেখে, ঘৃণার বশবর্তী হয়ে পাঁচজন লোক তাঁকে ত্যাগ করেছে।

বুদ্ধত্বলাভ

রাজকুমার একা হয়ে গেলেন। তিনি এখনও দুর্বল এবং খাদ্যের অনুসন্ধানে বের হলেন। শারীরিক শক্তি অর্জনের পর তিনি বোধিবৃক্ষের নীচে ধ্যানস্থ হলেন।

তিনি শপথ নিলেন তাঁর ত্বক, অস্থি বিলীন হোক, রক্ত, মাংস শুকিয়ে যাক, বোধিজ্ঞান লাভ না করা পর্যন্ত ধ্যানভঙ্গ করবেন না। তিনি গভীর ধ্যানে মগ্ন হলেন।

যখনই রাজকুমার তাঁর ধ্যানের শেষভাগে উপনীত হলেন, অপশক্তি তাঁকে আক্রমণ করলেন এবং ধ্যানভঙ্গের জন্য একের পর এক অপচেষ্টা করলেন। অবশেষে মারের রাজা তাঁর সকল সৈন্যকে পাঠালেন রাজকুমারকে আটক করার জন্য। তাঁরা তীর ছুড়লেন এবং তাদের ছোঁড়া তীরগুলো ফুল হয়ে তাদের দিকে ফিরে আসল। ইহা বাস্তবিকই একটা কঠোর সংগ্রাম এবং মারেরা পালিয়ে যেতে বাধ্য হল।

এখানেই সমাপ্তি, সিদ্ধার্থ।

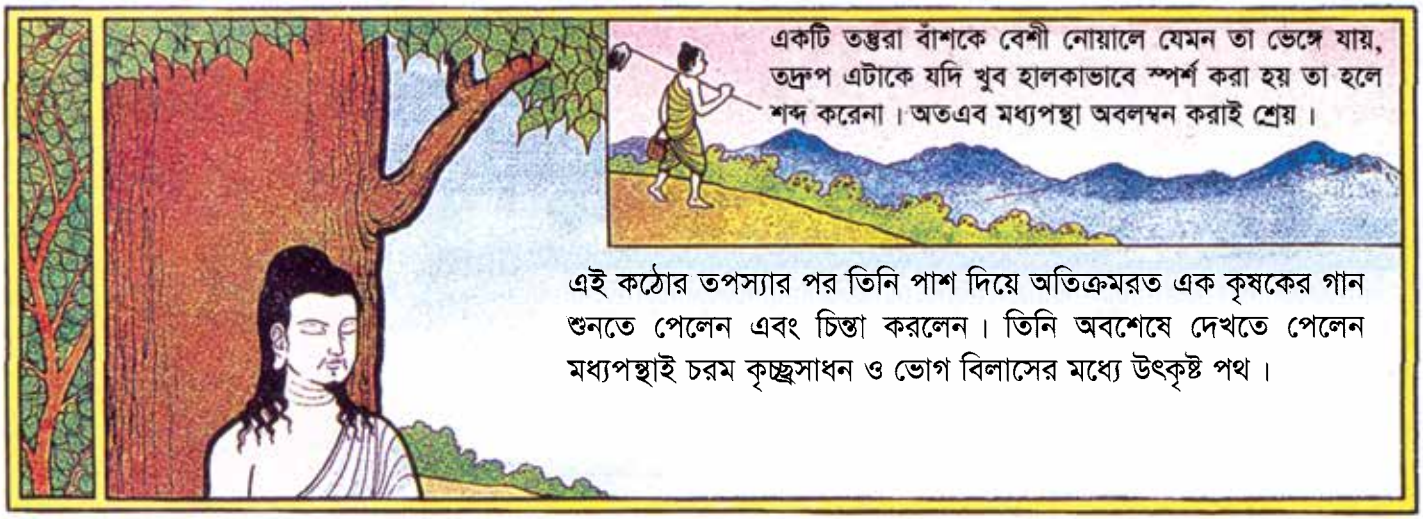

এই কঠোর তপস্যার পর তিনি পাশ দিয়ে অতিক্রমরত এক কৃষকের গান শুনতে পেলেন এবং চিন্তা করলেন। তিনি অবশেষে দেখতে পেলেন মধ্যপন্থাই চরম কৃচ্ছ্রসাধন ও ভোগ বিলাসের মধ্যে উৎকৃষ্ট পথ।

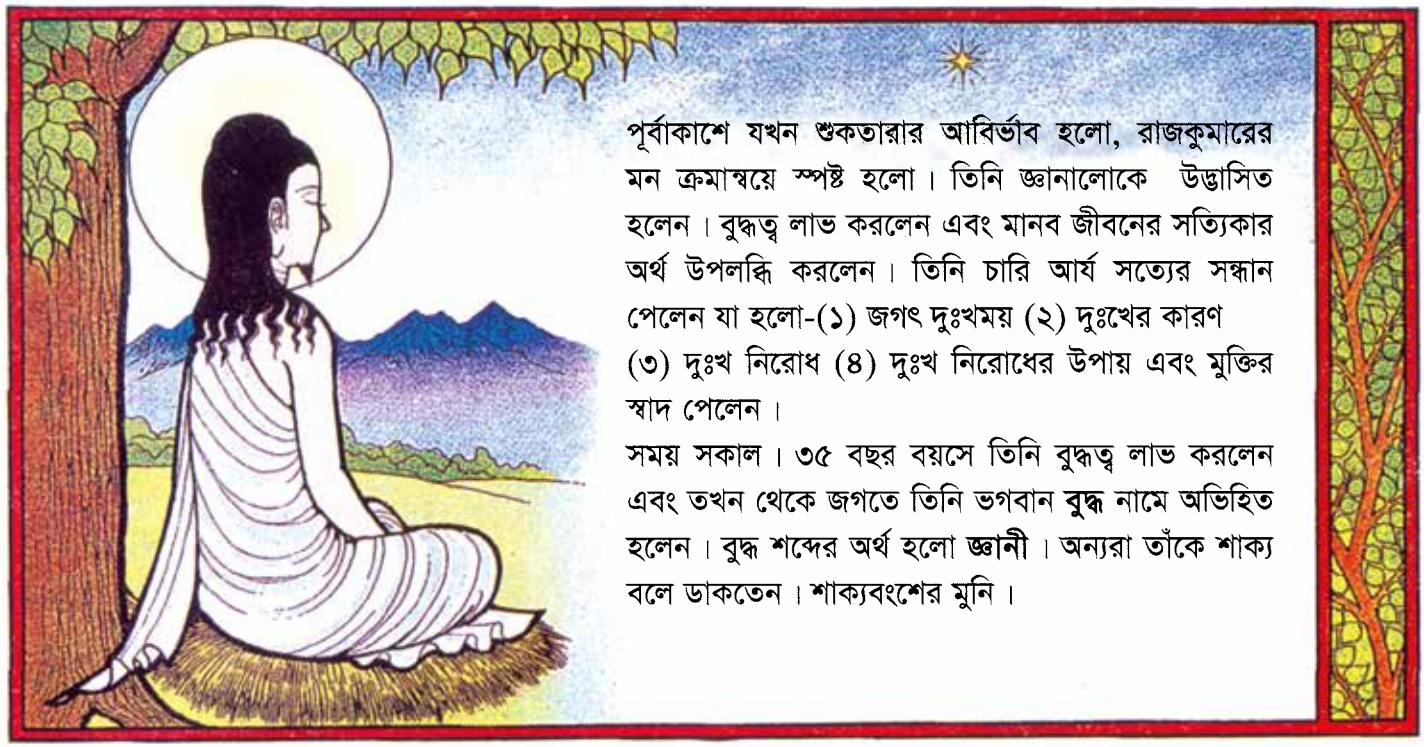

পূর্বাকাশে যখন শুকতারার আবির্ভাব হলো, রাজকুমারের মন ক্রমান্বয়ে স্পষ্ট হলো। তিনি জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হলেন। বুদ্ধত্ব লাভ করলেন এবং মানব জীবনের সত্যিকার অর্থ উপলব্ধি করলেন। তিনি চারি আর্য সত্যের সন্ধান পেলেন যা হলো-(১) জগৎ দুঃখময় (২) দুঃখের কারণ (৩) দুঃখ নিরোধ (৪) দুঃখ নিরোধের উপায় এবং মুক্তির স্বাদ পেলেন।

সময় সকাল। ৩৫ বছর বয়সে তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করলেন এবং তখন থেকে জগতে তিনি ভগবান **বুদ্ধ** নামে অভিহিত হলেন। বুদ্ধ শব্দের অর্থ হলো **জ্ঞানী**। অন্যরা তাঁকে শাক্য বলে ডাকতেন। শাক্যবংশের মুনি।

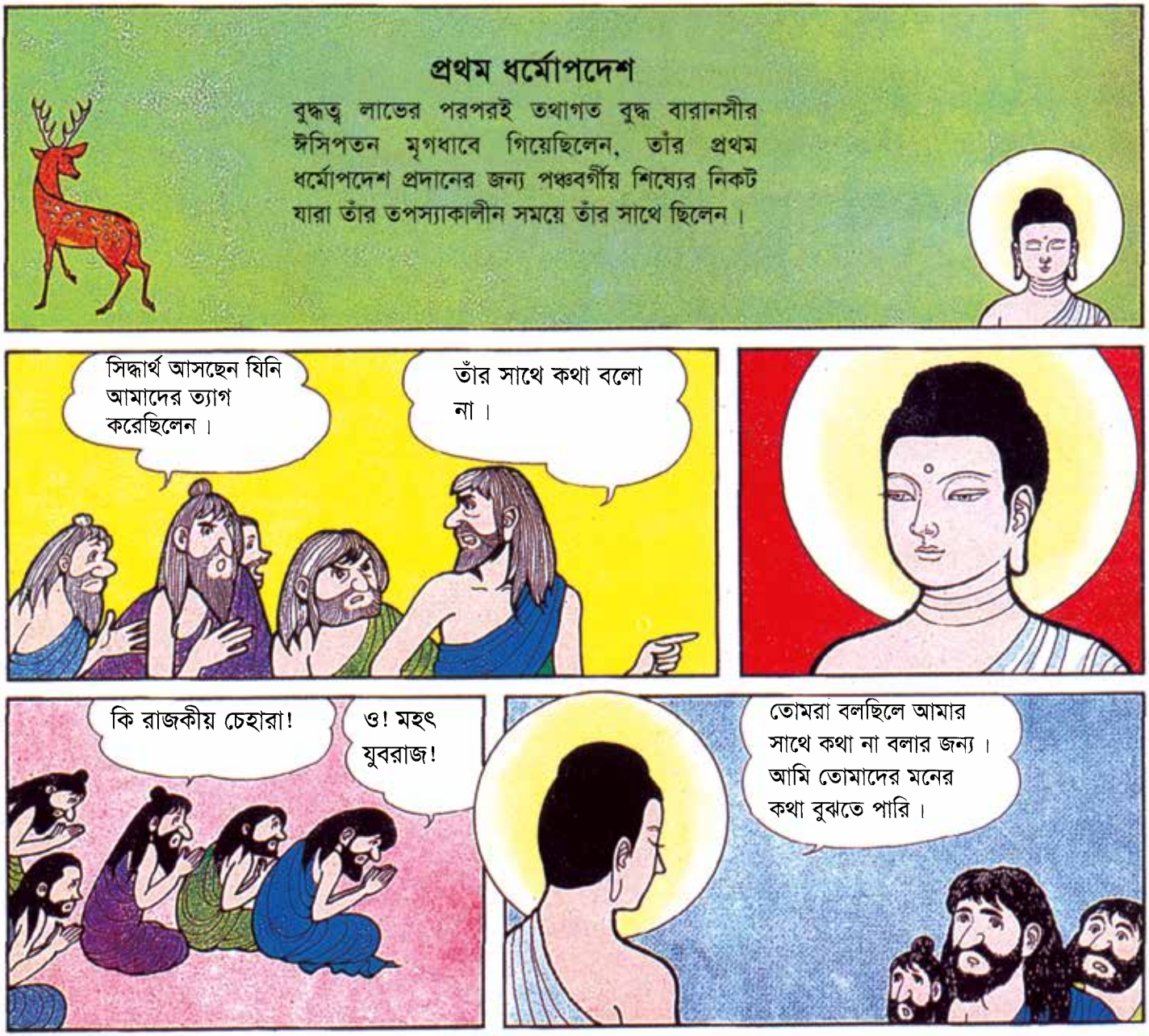

প্রথম ধর্মোপদেশ

বুদ্ধত্ব লাভের পরপরই তথাগত বুদ্ধ বারানসীর ঈসিপতন মৃগধাবে গিয়েছিলেন, তাঁর প্রথম ধর্মোপদেশ প্রদানের জন্য পঞ্চবর্গীয় শিষ্যের নিকট যারা তাঁর তপস্যাকালীন সময়ে তাঁর সাথে ছিলেন।

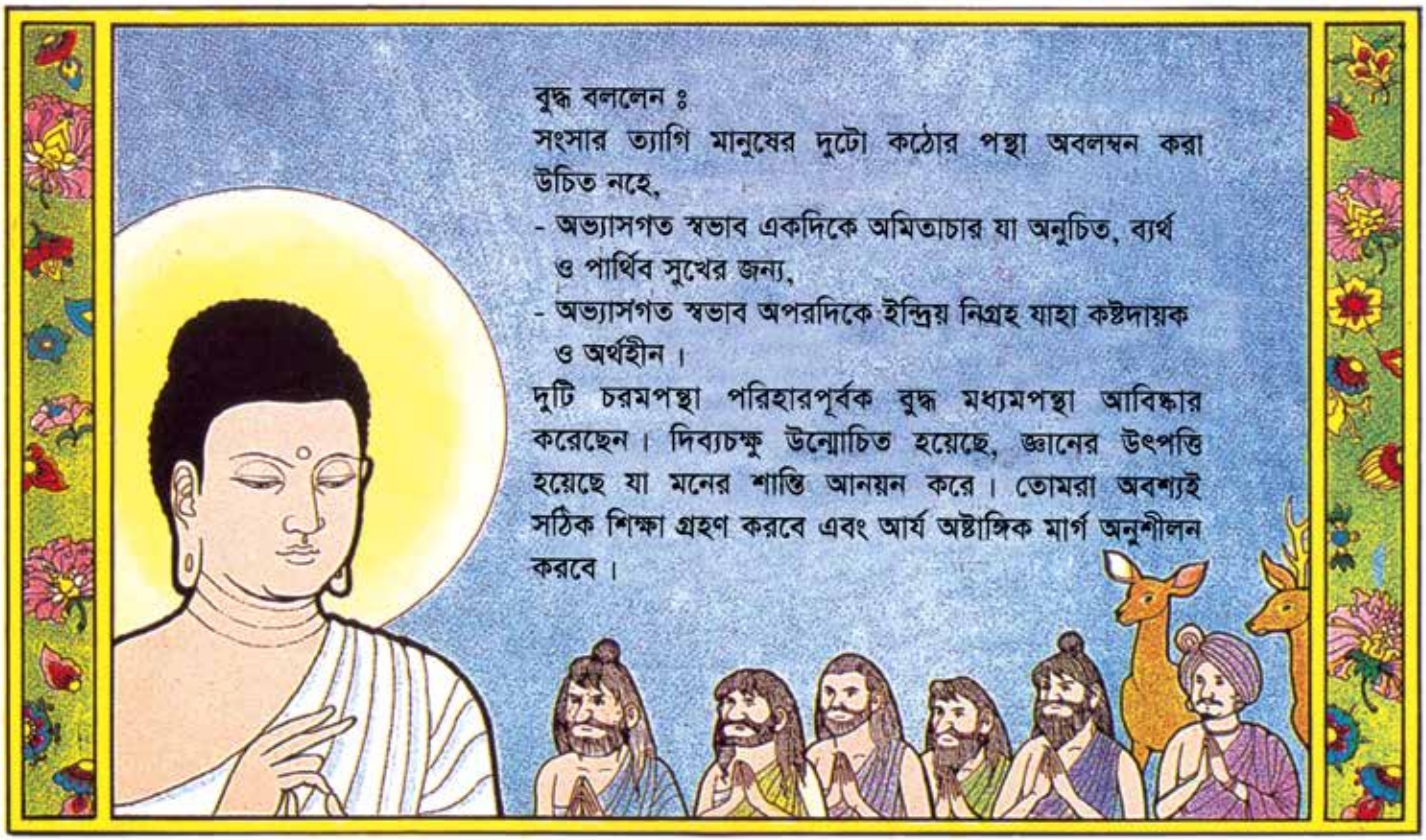

আমাকে রাজকুমার সম্বোধন করবেনা । আমি এখন মহাজ্ঞানী, শাক্যমুনি । মনোযোগ সহকারে আমার মুখের দিকে তাকাও ঃ ইহা আমার প্রশান্ত মনকে বুঝায় ।
ওহে, শাক্যমুনি, তুমি সত্য পথের সন্ধান পেয়েছ!
মনুগ্রহ করে আমাদেরকে মপনার অনুসারী করুন ।
বুদ্ধ বললেন ঃ
সংসার ত্যাগি মানুষের দুটো কঠোর পন্থা অবলম্বন করা উচিত নহে,
- অভ্যাসগত স্বভাব একদিকে অমিতাচার যা অনুচিত, ব্যর্থ ও পার্থিব সুখের জন্য,
- অভ্যাসগত স্বভাব অপরদিকে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ যাহা কষ্টদায়ক ও অর্থহীন ।
দুটি চরমপন্থা পরিহারপূর্বক বুদ্ধ মধ্যমপন্থা আবিষ্কার করেছেন । দিব্যচক্ষু উন্মোচিত হয়েছে, জ্ঞানের উৎপত্তি হয়েছে যা মনের শান্তি আনয়ন করে । তোমরা অবশ্যই সঠিক শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করবে ।

সদ্ধর্ম প্রচারের জন্য দিকে দিকে বিচরণ

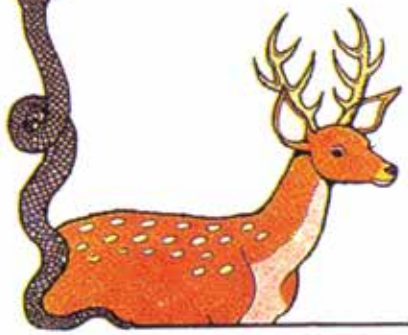

'আমি বুদ্ধের শরণ নিচ্ছি'
'আমি ধর্মের শরণ নিচ্ছি'
'আমি সংঘের শরণ নিচ্ছি'

পরবর্তী সময়ে তাঁর মতবাদ শুনার জন্য অসংখ্য লোক ঈসিপতন মৃগদাবে সমবেত হয়েছিলেন।

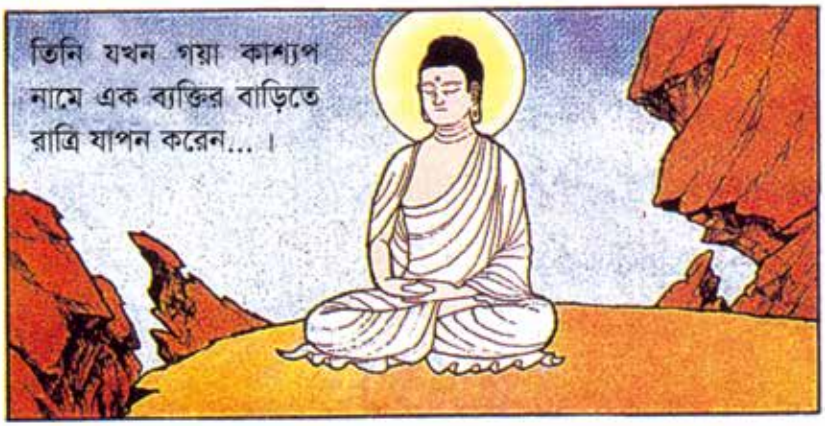

একটি বিশাল বিষধর সাপ হাজির হল।
আমি তোমাকে বুদ্ধের হৃদয় দেব।
সাহায্য কর! ফিরে যাও!
সকল প্রাণীর প্রতি সদয় হও।
আমি ভগবান বুদ্ধকে পরীক্ষা করে ভুল করেছি।
আমার ৫০০ জন শিষ্য আছে। অনুগ্রহপূর্বক আমাদের সকলকে গ্রহণ করে আপনার অনুসারী হওয়ার সুযোগ দিন।
তোমরা আমাদের সংঘে যোগদান করতে পার।

বেণুবন বিহার

বুদ্ধ সকল শ্রেণীর লোকের নিকট তার মতবাদ প্রচার করলেন এবং তারা তৃষ্ণার্ত এবং ক্ষুধার্ত লোকের মত সাড়া দিলেন। এমনকি মগধের রাজা বিম্বিসার বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করলেন এবং বেণুবন বিহার দান করলেন।

অন্যের সাথে কোন বিষয়ে অংশ গ্রহণ করা ভাল। যেহেতু এখানে অনেক বাঁশ গাছ লাগানো হয়েছে। আমরা এটাকে বেণুবন বিহার বলতে পারি।

আমি ভগবান বুদ্ধকে আমার গৃহে আমন্ত্রণ জানাতে ব্যস্ত।
এই শ্রেষ্ঠী সুদত্ত নামে একজন শ্যালক ছিলেন যিনি শ্রাবস্তীতে বাস করতেন। একদিন সুদত্ত রাজগৃহে আসলেন।
তাঁর মত একজন মহৎ শিক্ষকের আমি খোঁজ করছি।

প্রত্যুষে তুমি তাঁকে দেখবে।
আমি বেণুবন বিহারে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করব।

তিনি (সুদত্ত) বিশেষভাবে একাকী এবং দরিদ্রদের জন্য দয়ালু।

আমি আপনার দয়ার কথা শুনেছি। অন্যকে ভালবাসাই বুদ্ধের হৃদয়।
ধন্যবাদ, ভগবান বুদ্ধ। অনুগ্রহ পূর্বক আমার দেশে আসুন এবং আমার জনগণকে শিক্ষা দান করুন।

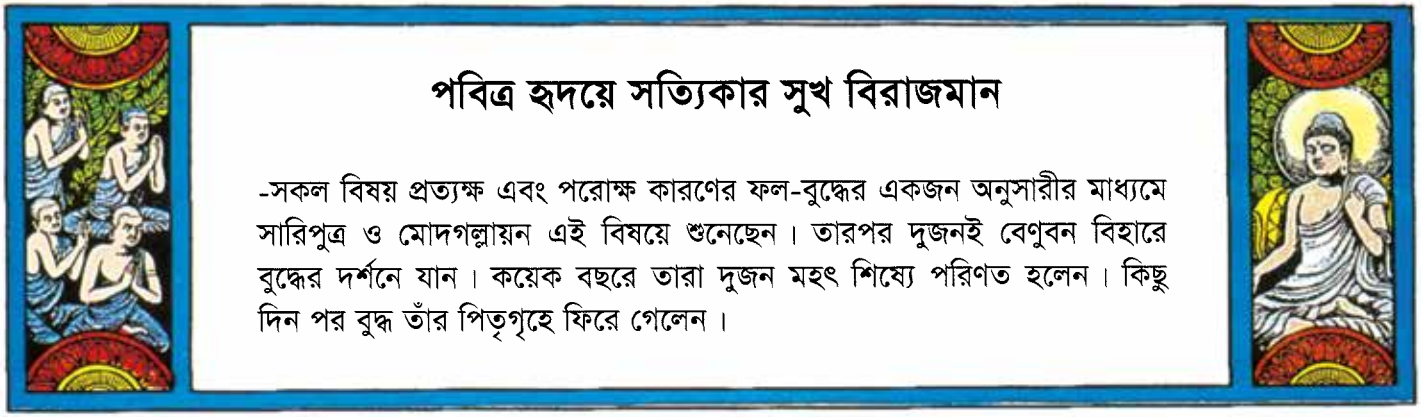

পবিত্র হৃদয়ে সত্যিকার সুখ বিরাজমান

-সকল বিষয় প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ কারণের ফল-বুদ্ধের একজন অনুসারীর মাধ্যমে সারিপুত্র ও মোদগল্লায়ন এই বিষয়ে শুনেছেন। তারপর দুজনই বেণুবন বিহারে বুদ্ধের দর্শনে যান। কয়েক বছরে তারা দুজন মহৎ শিষ্যে পরিণত হলেন। কিছু দিন পর বুদ্ধ তাঁর পিতৃগৃহে ফিরে গেলেন।

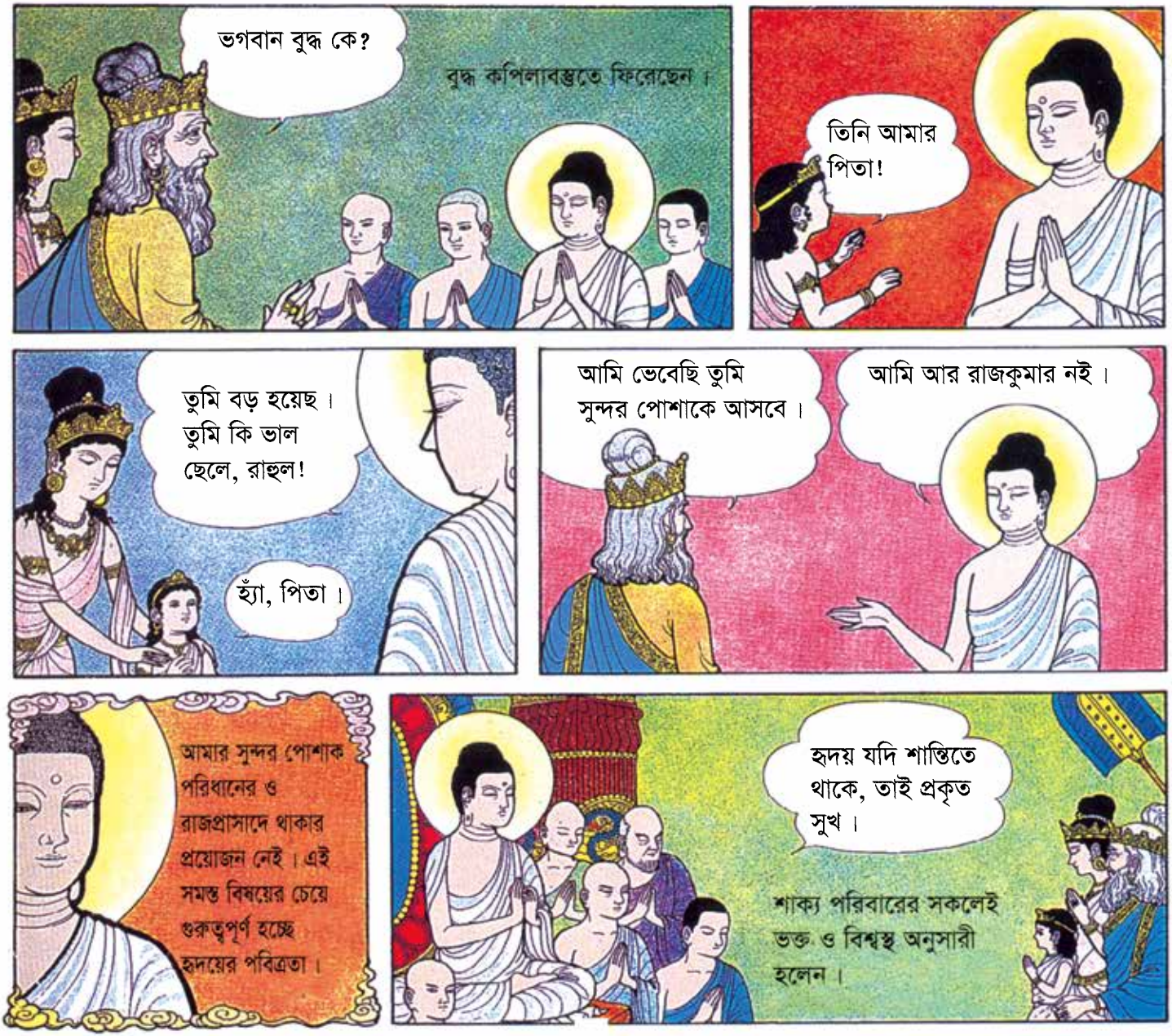
ভগবান বুদ্ধ কে?
বুদ্ধ কপিলাবস্তুতে ফিরেছেন।
তিনি আমার পিতা!
তুমি বড় হয়েছ। তুমি কি ভাল ছেলে, রাহুল!
হ্যাঁ, পিতা।
আমি ভেবেছি তুমি সুন্দর পোশাকে আসবে।
আমি আর রাজকুমার নই।
আমার সুন্দর পোশাক পরিধানের ও রাজপ্রাসাদে থাকার প্রয়োজন নেই। এই সমস্ত বিষয়ের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে হৃদয়ের পবিত্রতা।
হৃদয় যদি শান্তিতে থাকে, তাই প্রকৃত সুখ।
শাক্য পরিবারের সকলেই ভক্ত ও বিশ্বস্থ অনুসারী হলেন।

জেতবন বিহারে

বুদ্ধের শিক্ষা-ভালবাসা ও শান্তির মাধ্যমে আমাদের দুঃখ থেকে মুক্তি দেয়। বেণুবন বিহারে বুদ্ধের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়ে শ্রাবস্তীর সুদত্ত দ্রুত ঘরে ফিরলেন। তার পরের দিনের পর দিন তিনি একখণ্ড জায়গা খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। কারণ তিনি নিজের জেলায় একটি বিহার নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন।

পার্কে কি চকচক করছে?
তুমি স্বর্ণ মুদ্রা দিয়ে মুড়িয়ে দিয়েছ।
আমি ভগবান বুদ্ধের জন্য একটি বিহার নির্মাণ করতে চাই।
তুমি যথা শিগ্‌গির আমাকে বলনি কেন? আমি পার্কটি দান করে খুশী হতাম।
এই সুন্দর মন্দিরের জন্য সুদত্ত-তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ। আমি এটাকে জেতবন বিহার নামে নামকরণ করব।
বুদ্ধ এই বিহারটিকে অত্যন্ত পছন্দ করতেন। অতএব অধিকাংশ শিক্ষাদান এখানেই করা হয়েছিল।

নিজের মনকে নিয়ন্ত্রণ করুন

-লোভ, রাগ ও অজ্ঞতার আগুন থেকে সাবধান হতে হবে। অজ্ঞলোকেরা দুঃখের কারণ বুঝতে পারে না। তারা লোভ, রাগ ও দুঃখের বীজ বপন করে। এটা যদি চলতে থাকে, দুঃখের কখনও অবসান হবে না।
একদিন শান্ত জেতবন বিহারে বিবাদমান লোকের চিৎকার শুনা গেল।

তাদের দুজনকেই এখনই এখানে হাজির কর।
প্রভূ, তারা এখনও ঝগড়া করছে।

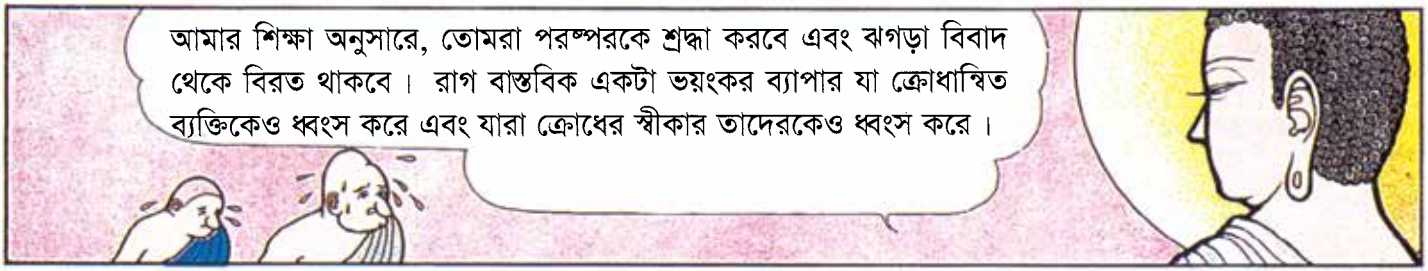
আমার শিক্ষা অনুসারে, তোমরা পরস্পরকে শ্রদ্ধা করবে এবং ঝগড়া বিবাদ থেকে বিরত থাকবে। রাগ বাস্তবিক একটা ভয়ংকর ব্যাপার যা ক্রোধান্বিত ব্যক্তিকেও ধ্বংস করে এবং যারা ক্রোধের স্বীকার তাদেরকেও ধ্বংস করে।

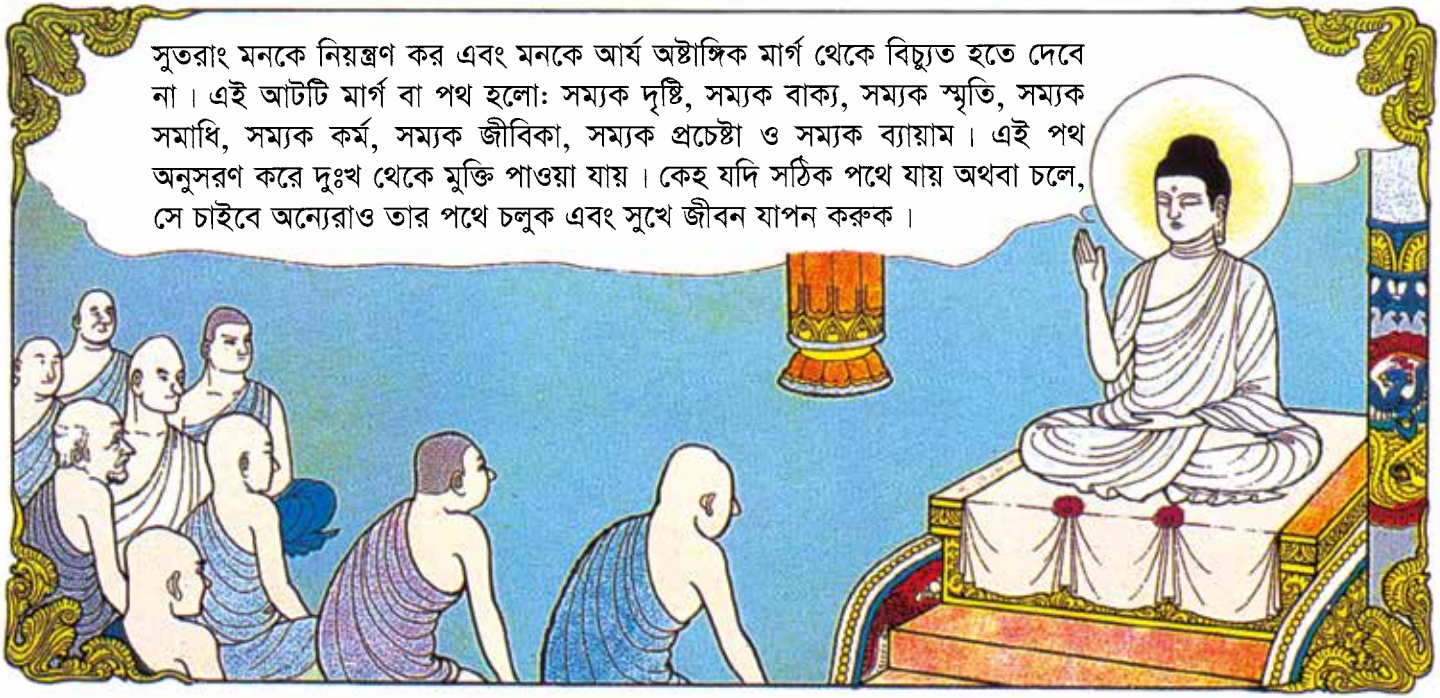
সুতরাং মনকে নিয়ন্ত্রণ কর এবং মনকে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ থেকে বিচ্যুত হতে দেবে না। এই আটটি মার্গ বা পথ হলো: সম্যক দৃষ্টি, সম্যক বাক্য, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা ও সম্যক ব্যায়াম। এই পথ অনুসরণ করে দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। কেহ যদি সঠিক পথে যায় অথবা চলে, সে চাইবে অন্যেরাও তার পথে চলুক এবং সুখে জীবন যাপন করুক।

দেবদত্তের অশুভ পরিকল্পনা

বুদ্ধের অনুসারীর সংখ্যা অসংখ্য হল এবং তাদের সংগঠনও বিশাল হল। বুদ্ধের মামাতো ভাই দেবদত্ত বুদ্ধের জনপ্রিয়তা দেখে ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়লেন। সুতরাং সে মগধের রাজকুমার অজাতশত্রুর সমর্থন নিয়ে বুদ্ধের বিরোধিতা করতে লাগলেন। অজাতশত্রু নিজে সিংহাসনে আরোহন করার জন্য তাঁর পিতা রাজা বিম্বিসারকে কারাগারে নিক্ষেপ করলেন। দেবদত্ত বুদ্ধকে হত্যা করে বুদ্ধ হবেন আর অজাতশত্রু রাজা বিম্বিসারকে হত্যা করে মগধের সিংহাসনে আরোহণ করবেন।

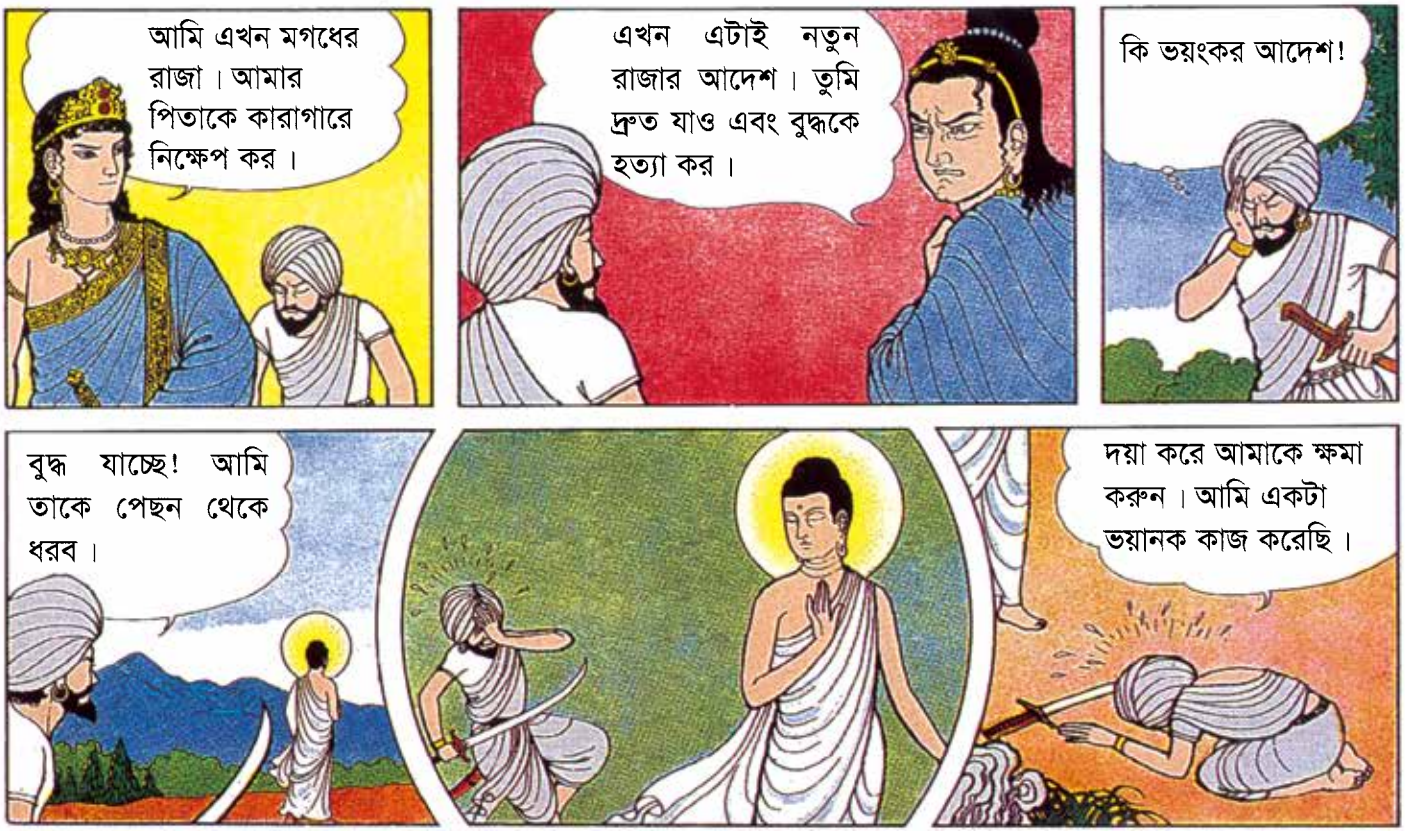

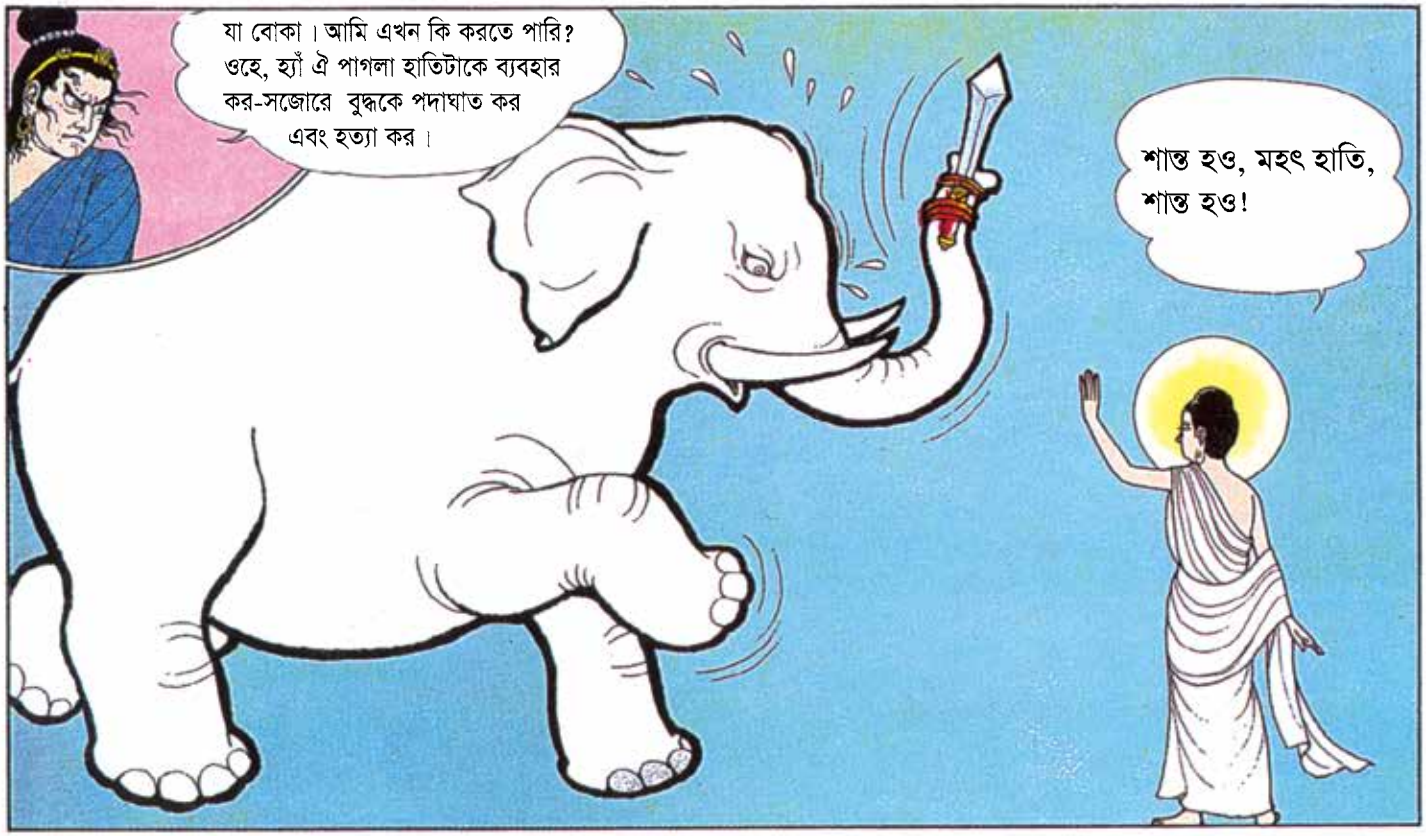
যা বোকা। আমি এখন কি করতে পারি? ওহে, হ্যাঁ ঐ পাগলা হাতিটাকে ব্যবহার কর-সজোরে বুদ্ধকে পদাঘাত কর এবং হত্যা কর।
শান্ত হও, মহৎ হাতি, শান্ত হও!

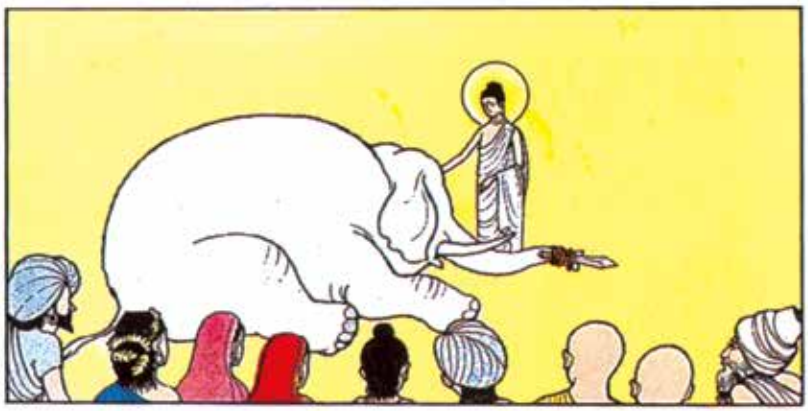

এমনকি সেই বড় হাতিও ...আমার ভুল হয়েছে ভগবান বুদ্ধকে হত্যার চেষ্টা করা।

বুদ্ধের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমি স্বর্গ ও মর্তে পরিভ্রমণ করব ।

নিজেই যাব ।

দেবদত্ত, থাম এবং তোমার মন পরিবর্তন কর । তুমি যদি না কর, একের পর এক দুর্বিপাকে পতিত হবে ।

অঙ্গুলিমালার জীবনগাঁথা

অঙ্গুলিমালা নামে এক দস্যু বিহারের পার্শ্ববর্তী জালিবনে বাস করত। সে বহুলোক হত্যা করেছে। ফলে কেহ জালিবনে যেতনা। কিন্তু বুদ্ধের নিকট ভয়ের কিছুই নেই। তিনি শিগ্‌গিরই নিষ্ঠুর পিশাচকে সুপথে ফিরিয়ে আনল, যে বহুলোকের কষ্টের কারণ ছিল। তখন থেকে অঙ্গুলিমালা অনুশোচনা করল। পবিত্র মনে কাজ করল। মেঘের ভিতর থেকে চাঁদ যেমন বেরিয়ে আসে, তার সুকর্ম ও তেমন সহযোগী প্রার্থীদের মধ্যে উদ্ভাসিত হচ্ছিল।

অতএব, অঙ্গুলিমালা বুদ্ধের শরণ নিল। এর ফলে সে তার পাপ মুক্ত হল। সে ভিক্ষু হয়ে গেল এবং সৎ জীবন যাপনের চেষ্টা করল। একদিন ভিক্ষাপাত্র হাতে সে একাকী শ্রাবস্তী গেল।

বুদ্ধের নির্বাণ প্রাপ্তি

প্রায় অর্ধ শতাব্দী বুদ্ধ চারদিকে মানুষের মুক্তির মতবাদ প্রচার করেছেন। কিন্তু অবশেষে তিনি ৮০ বছর বয়সে রাজগৃহ থেকে শ্রাবস্তী যাওয়ার পথে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তিনি কুশীনারার সীমান্তবর্তী বনে পৌছে সেখানে দুটি শালবৃক্ষের মধ্যবর্তী জায়গায় বিশ্রাম নিলেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে ইতোমধ্যেই সারিপুত্র ও মোগ্গলায়ন মারা গেছে। আনন্দ বুদ্ধের সেবক হলেন।

বুদ্ধ শান্তভাবে কথা বলা আরম্ভ করলেন। তিনি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর শিষ্যদের সান্তনা দিলেন। তিনি বললেন, তাঁর আশীর্বাদ তাদের মধ্যে থাকবে এবং তাদের জন্য শান্তিদায়ক ও সুখময় হবে। –"বৃথা শোক করবে না। যেহেতু আমি বারবার বলেছি সকল প্রাণী একদিন মরবে, আমার শিক্ষাই তোমাদের আলোর দিশারী হোক!"

প্রিয় শিষ্যগণ, সকল যৌগিক পদার্থ ক্ষণস্থায়ী, তোমাদের মুক্তির জন্য অবিরাম কাজ করে যাও, এখানেই শেষ। মুহূর্তের মধ্যে আমি নির্বাণ লাভ করব।
বুদ্ধ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন এবং নির্বাণ লাভ করলেন ১৫ ফেব্রুয়ারি ৪৮৪ খ্রীস্টপূর্ব। বায়ু প্রবাহ স্তব্ধ হয়ে গেল যেন মানব সমাজের শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের প্রতি শোক প্রকাশ করছে। মৃত্যু শয্যায় শায়িত বুদ্ধের পাশে তাঁর শিষ্যগণ এবং প্রাণীগণ দূর দূরান্ত থেকে এসে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করছে। তিনি সত্যিই জগতের আলো।

সৌগত প্রকাশনার অন্যান্য বই

বুদ্ধভাবনার গল্প - ভিক্ষু সুনন্দপ্রিয় ও হেমেন্দুবিকাশ চৌধুরী সম্পাদিত

বুদ্ধজীবনের কথা - ভিক্ষু সুনন্দপ্রিয়

রাহুল চরিত - সংঘরাজ শীলালংকার মহাথের

সংঘরাজ সারমেধ ও বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম - ড. আবদুল মাবুদ খান

বৌদ্ধ দৃষ্টিতে জলবায়ু পরিবর্তন - ভিক্ষু সুনন্দপ্রিয়

সুকুমার বড়ুয়া'র বুদ্ধচর্চা বিষয়ক ছড়া

International Conclave on Buddhism & Spiritual Tourism
Edited by - Bhikkhu Sunandapriya

ভগবান বুদ্ধ

বাংলা মুদ্রণ

প্রবারণা পূর্ণিমা ২০১০

সম্পাদনায়

ভিক্ষু সুনন্দপ্রিয়

বাংলা অনুবাদ : বিজয় কুমার বড়ুয়া

প্রকাশনায়

সৌগত প্রকাশন

আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহার

মেরুল বাড্ডা, ঢাকা-১২১২

E-mail : sougata95@gmail.com

Mobile : 01819-116486

Tel : 8812288

ISBN No.-9789843321367

The Lord Buddha

By Rev. Ryowa Takahashi

Illustrations by Tadashi Kato

Daidosha

1-11-6, Lidabashi Chiyoda-Ku

Tokyo

Copyright 2007 Daidosha

Printed in Japan

The revision of the English Text has been done by Prof. P. Rietsch of Sophia University

শুভেচ্ছা মূল্য ঃ টাকা ১০০.০০

"Wherever the Buddha's teachings have flourished,

either in cities or countrysides,

people would gain inconceivable benefits.

The land and people would be enveloped in peace.

The sun and moon will shine clear and bright.

Wind and rain would appear accordingly,

and there will be no disasters.

Nations would be prosperous

and there would be no use for soldiers or weapons.

People would abide by morality and accord with laws.

They would be courteous and humble,

and everyone would be content without injustices.

There would be no thefts or violence.

The strong would not dominate the weak

and everyone would get their fair share."

~THE BUDDHA SPEAKS OF
THE INFINITE LIFE SUTRA OF
ADORNMENT, PURITY, EQUALITY
AND ENLIGHTENMENT OF
THE MAHAYANA SCHOOL~

Taking Refuge with a mind of Bodhichitta

In the Buddha, the Dharma and the Sangha,
I shall always take refuge
Until the attainment of full awakening.

Through the merit of practicing generosity
and other perfections,
May I swiftly accomplish Buddhahood,
And benefit of all sentient beings.

The Prayers of the Bodhisattvas

With a wish to awaken all beings,
I shall always go for refuge
To the Buddha, Dharma, and Sangha,
Until I attain full enlightenment.

Possessing compassion and wisdom,
Today, in the Buddha's presence,
I sincerely generate
the supreme mind of Bodhichitta
For the benefit of all sentient beings.

"As long as space endures,
As long as sentient beings dwell,
Until then, may I too remain
To dispel the miseries of all sentient beings."

With bad advisors forever left behind,
From paths of evil he departs for eternity,
Soon to see the Buddha of Limitless Light
And perfect Samantabhadra's Supreme Vows.

The supreme and endless blessings
of Samantabhadra's deeds,
I now universally transfer.
May every living being, drowning and adrift,
Soon return to the Pure Land of Limitless Light!

*** The Vows of Samantabhadra ***

I vow that when my life approaches its end,
All obstructions will be swept away;
I will see Amitabha Buddha,
And be born in His Western Pure Land of
Ultimate Bliss and Peace.

When reborn in the Western Pure Land,
I will perfect and completely fulfill
Without exception these Great Vows,
To delight and benefit all beings.

*** The Vows of Samantabhadra Avatamsaka Sutra ***

DEDICATION OF MERIT

May the merit and virtue accrued from this work adorn Amitabha Buddha's Pure Land,

repay the four great kindnesses above, and relieve the suffering of those on the three paths below.

May those who see or hear of these efforts generate Bodhi-mind,

spend their lives devoted to the Buddha Dharma, and finally be reborn together in the Land of Ultimate Bliss.

NAMO AMITABHA! 南無阿彌陀佛 Homage to Amita Buddha!

【孟加拉文：THE LORD BUDDHA】

財團法人佛陀教育基金會 印贈

臺北市杭州南路一段五十五號十一樓

Printed and donated for free distribution by

The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation

11F., 55 Hang Chow South Road Sec 1, Taipei, Taiwan, R.O.C.

Tel: 886-2-23951198 Fax: 886-2-23913415 Email: overseas@budaedu.org Website:http://www.budaedu.org

This book is strictly for free distribution, it is not for sale. Printed in Taiwan, 6,000 copies; January 2012

এই বই সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, বিক্রয়ের জন্য নহে।

BA041-10010